উত্তরবঙ্গ

গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু সোশ্যাল অডিটের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: সোশ্যাল অডিট চালু করা হবে গ্রাম পঞ্চায়েতে। রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সোশ্যাল অডিট বা সামাজিক নিরীক্ষণ ব্যবস্থা। এই নতুন ব্যবস্থা চালু হলে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো জনস্বার্থে কাজ না-করে, নিজেদের অডিট রিপোর্টে ইচ্ছে মতো 'কাজ হয়েছে' বলে উল্লেখ করতে পারবে না। রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম জলপাইগুড়ি জেলার মাটিয়ালি (মেটেলি) ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিটের কাজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। জেলার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বিভাগ ও মাটিয়ালি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দফতর থেকে আজ, মঙ্গলবার, এই অডিট রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে। চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত।

বিধাননগর পঞ্চায়েতের বাইরের এলাকার পাঁচ জন যুবককে সোশ্যাল অডিট টিমে নিয়ে কাজ শুরু করেছেন দফতরের আধিকারিকরা। সোশ্যাল অডিটে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের কোনও সদস্য-সদস্যা বা সরকারি অফিসারকে রাখা যায় না। এই পঞ্চায়েতের নিরপেক্ষ পাঁচ জনকে রাখা গেলেও, এক্ষেত্রে অবশ্য বাইরের এলাকার যুবকদের টিমে রাখা হয়েছে।

২০০টি বাড়িকে চিহ্নিত করে অডিট টিম কাজ শুরু করেছে। প্রধানত ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে ক্যানেল ও পুকুর তৈরির কাজকেই অডিটের

জলপাইগুড়ি

সমীক্ষায় রাখা হয়েছে। ২০০টি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে এই সামাজিক নিরীক্ষণের জন্য। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা জন্য কাউকে টাকা (ঘুষ) দিতে হয়েছে কিনা, কাজের আবেদনপত্র পঞ্চায়েত থেকে নিতে অস্বীকার করা হয়েছিল কিনা, আবেদনের ১৫ দিনের পর জবকার্ড দেওয়া হয়েছে কিনা, সঠিক মজুরি দেওয়া হয় কিনা, পুকুর বা ক্যানেল তৈরি হয়েছে কিনা, এই সব প্রশ্ন রাখা হয়েছে নয় পাতার প্রশ্নপত্রে। সেখানেই উত্তর লিখে স্বাক্ষর করবেন গ্রামবাসীরা।

তিন দিনের অডিট সমীক্ষার পর ১৬ মার্চ স্থানীয় বিধাননগর বিএফপি স্কুলে সোশ্যাল অডিট রিপোর্ট জনসমক্ষে পেশ করা হবে। সেই বৈঠকে প্রধান, উপপ্রধান ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে ও বাসিন্দাদের ডাকা হয়েছে। অডিটের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রধান ও উপপ্রধানরা নিজেদের কাজের কৈফিয়ত দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

জেলার সোশ্যাল অডিট প্রিভেন্সেন্স বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সুদীপ ভদ্র জানান, রাজ্যের মধ্যে এই জেলাতেই প্রথম এই উদ্যোগ শুরু হল। পঞ্চায়েতের কাজকর্মে অসঙ্গতি, আর্থিক অনিয়ম, স্বজনপোষণ, বঞ্চনা, সরকারি নিয়মভঙ্গ করার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসবে অডিট সমীক্ষার মধ্য দিয়ে। পঞ্চায়েতের ভুল ধরা পড়লে প্রাথমিক ভাবে ভুল শুধরে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সোশ্যাল অডিট রিপোর্ট কলকাতায় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে পাঠানোর পর কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলোকে সতর্ক থাকতে হবে।

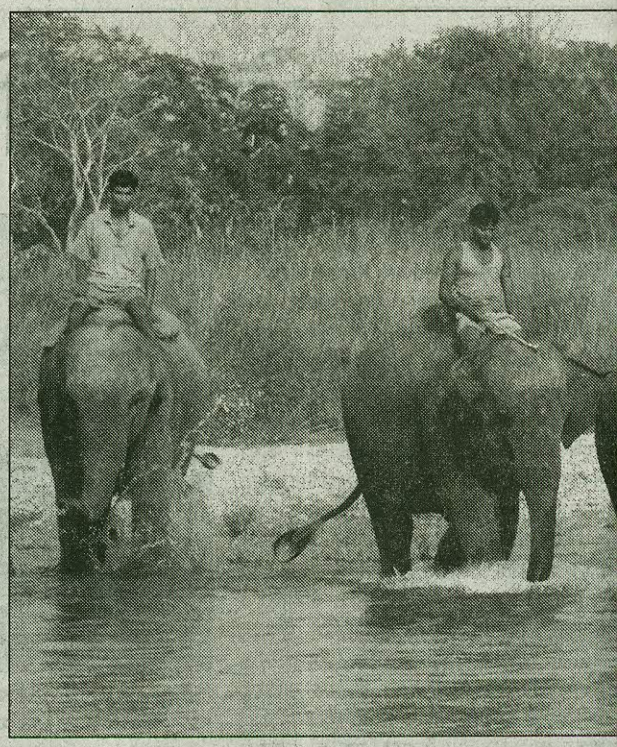

গোরুমারায় গভার শুমারির কাজে ব্যস্ত কুনকিরা। —নিজস্ব চিত্র

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন প মুখ্যমন্ত্রীকে কটা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দ টাকা তামাদি হবে। না-হলে বাম আমলে যে অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী, এবার ওই দোষে অভিযুক্ত হবেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে দলের এক কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমন মন্তব্য করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা উদয়ন গুহ। তবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য পদ যে তিনি ছেড়ে দেবেন না, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন দিনহাটার বিধায়ক। আসল সত্য প্রকাশ্যে আনতে তার পর্ষদে থাকা দরকার।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের ১২ বছর পরও, তার আইনগত ভিত্তি নেই। তাই বিধিবদ্ধ উন্নয়ন পর্ষদের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে ফরওয়ার্ড ব্লক। বামদলটির মতে, পর্ষদ সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা এবং সময়ের ওপর নির্ভর করছে উন্নয়নের কাজ। আর এর ফলে উত্তরবঙ্গের কোনও উন্নয়নই হচ্ছে না। বাম আমলে এখানের ছয় জেলা যে তিমিরে ছিল, বর্তমানে তৃণমূলের রাজত্বে ওখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে গঙ্গা-সংকোশের মাঝে থাকা জনপদটি। প্রতিটি এলাকাতেই বঞ্চনার ছাপ স্পষ্ট। উত্তরবঙ্গ বিধিবদ্ধ উন্নয়ন পর্ষদের দাবিতে ডাকা কনভেনশনে এমনই বক্তব্য পেশ করেছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের উদয়ন গুহ, গোবিন্দ রায়, পরেশ অধিকারীরা। তাঁরা এখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীর তকমা লাগিয়ে দিয়েছেন। তৃণমূলকে 'সাকার্স পার্টি' বলতেও কসুর করেননি কেউ কেউ।

এদিন শিলিগুড়ির মি
মধ্যে মধ্যমণি ছিলেন উ
বর্তমান সরকারের সমালে
করতে রেয়াত কর
বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। তাঁর
পর্ষদের জন্য তৃণমূল স
বরাদ্দের কথা ঘোষণা ক
কোটি টাকা। এর মধ্যে
হয়েছে বলে দাবি করেন
বক্তব্য, মুখে উন্নয়নের
বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ উ
বেশি করতে পারেননি।
জানুয়ারি বৈঠক দু'টি মহা

শেষ বৈঠক পেশ
কোটি টাকা খরচ হয়েছে
একাধিক প্রশ্ন তোলেন। ক
৩১ মার্চের মধ্যে খরচ হয়
কোথায় বসে হল? কাঁরা
প্রশ্নও কনভেনশনে তোল
হচ্ছে না দাবি করেই বরা
বলে আশঙ্কা প্রকাশ ক
নেতা। পাশাপাশি তাঁর ক
পিএল অ্যাকাউন্টে নেও
গিলতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে।
অ্যাকাউন্টে টাকা রাখা নি
আর্থিক তছরুপের অভি

পথ দুর্ঘটনায় মৃত মা ও দুই সন্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের তিন জনের। সোমবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের মনেয়ারপুল এলাকায় দুর্ঘটনাটি হয়। মৃতদের নাম আনজু বিবি (৩২), আলেম মিয়া (৪) ও সহোনা খাতুন (১০)। ঘটনাস্থলেই আনজু বিবি ও তাঁর চার বছরের ছেলের মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আলিপুরদুয়ার মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, পরে মৃত্যু হয় মেয়ে সহোনার। মৃতদের বাড়ি আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের তপসিখাতা এলাকায়। ফালাকাটার নয়মাইল থেকে বিয়েবাড়ি খেয়ে ফিরছিলেন তাঁরা। দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক-সহ সাত জন আহত হয়েছেন। আহতদের কোচবিহার মহারাজা জীতেন্দ্র নারায়ণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতের স্বামী-সহ আরও দু'জন আলিপুরদুয়ার মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি ছিল।

আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের দক্ষিণ পাইটকাপাড়ার বাসিন্দা জিন্না মিয়া মৃতদের আত্মীয়। তাঁর মেয়ের বউভাত খেয়ে মারুতিতে করে বাড়ি ফিরছিলেন আনজু বিবিরা। গাড়িতে মোট দশ জন ছিল। এদিন রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ মনেয়ারপুলের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারুতি একটি গাছে ধাক্কা মারে। আলিপুরদুয়ার অতিরিক্ত জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৃতের স্বামী সোফিয়ার রহমান। স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হারিয়ে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সোফিয়ারবাবু বলেন, 'রাতে গাড়িতেই সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা ধাক্কায় ঘুম ভাঙে। তখন আমিও আহত হয়েছি। ওখানেই বউ-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আমার সঙ্গে মেয়েকেও হাসপাতালে আনা

গ্রেফতার শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত হাতুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার: খোলটা-মরিচবাড়ির এক কিশোরীর শ্লীলতাহানি ও তাঁর নগ্ন ছবি প্রচারের ঘটনায় অভিযুক্ত হাতুড়ে চিকিৎসককে গ্রেফতার করল পুলিশ। আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকা থেকে মঙ্গলবার আসাদুল জামানে নামে ওই হাতুড়ে চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়। দিন পনেরো আগে খোলটা-মরিচবাড়ির এক নবম শ্রেণির পড়ুয়াকে হোটেলের ঘরে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করে হাতুড়ে চিকিৎসক। কিছু দিন বাদে বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে থানায় অভিযোগ জানান ওই কিশোরীর দাদা।

ঘটনাটি জানাজানি হতেই গা-ঢাকা দিয়েছিল আসাদুল জামানে। টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায়, তার এক আত্মীয়কে ফোন করেছিল হাতুড়ে চিকিৎসক। ওই আত্মীয় তাকে আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে গিয়ে টাকা নিয়ে যেতে বলেন। মোবাইলের সূত্র ধরে